দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 09 SEP 2013 ...
পৃঃ ... ২৮ কলাম ... ৫ ...

প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনের খসড়া থেকে শিক্ষকদের 'শাস্তি' শব্দটি বাদ দেয়া হবে শিক্ষামন্ত্রী

□ স্টাফ রিপোর্টার

শিক্ষামন্ত্রী মুকুল ইসলাম বলেছেন, প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনের খসড়া থেকে শিক্ষকদের 'শাস্তি' শব্দটি বাদ দেয়া হবে। এর পরিবর্তে অন্য কোনো উপযুক্ত শব্দ সেখানে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

গতকাল (রোববার) সচিবালয়ে গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল শিক্ষা আইনের খসড়ার ওপর মতামতসহ বেশকিছু সুপারিশ শিক্ষামন্ত্রীর কাছে উপস্থাপন করার পর মন্ত্রী সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, শিক্ষা পৃঃ ৫ কঃ ৩

প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনের

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

আইন পাসের জন্য সংসদের আগামী অধিবেশনেই বিল সংসদে উত্থাপন করা হবে। জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে প্রণীত শিক্ষা আইনের খসড়ার ওপর মতামত নিতে গত ৫ আগস্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মতামত দেয়া যাবে। গত ৩ সেপ্টেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি শিক্ষা আইনের খসড়া থেকে 'শাস্তি' শব্দটি বাদ দিয়ে অন্য কোনো দ্রুত ব্যবস্থা করার পরামর্শ দেয়। বিভিন্ন সংগঠনও শাস্তি শব্দটি বাদ দিয়ে তা অন্য শব্দের সঙ্গে প্রতিস্থাপনের দাবি জানিয়ে আসছিল। তিনি বলেন, অনিয়মের ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা অচ্ছিত হয়। শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন ও শিক্ষাক্ষেত্রে অনিয়ম মোকাবিলা করতে আইনের প্রয়োজন। শিক্ষকরা প্রজার পাত্র। শাস্তি তাদের জন্য সম্মানজনক নয়। (এই শব্দটির বদলে উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করা হবে। তবে শিক্ষকরা প্রতিজ্ঞাকে দিনের পর দিন না এলে, বা ছাত্রী নির্যাতন, নিপীড়নের মতো অন্যায় করলে তাদের শাস্তি পেতেই হবে বলে জানান মন্ত্রী।

শিক্ষা আইনের খসড়ায় ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে জানিয়ে নাহিদ বলেন, সরকারিভাবে ৩৪টি বেসরকারিভাবে ৯৪টি এবং ব্যক্তি পর্যায়ে ১০৬টিসহ মোট ২৩৪টি মতামত পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ২৫টি মতামত পর্যালোচনা।

গণসাক্ষরতা অভিযান দেশের বিভিন্ন বিভাগ-জেলায় সেমিনার করে শিক্ষাবিদ, উপজাতি ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের মতামত নিয়েছে বলে রাশেদা কে চৌধুরী জানান। তিনি বলেন, আমরা মন্ত্রীকে মাদরাসা শিক্ষা, ইংরেজি মাধ্যম ও সাধারণ শিক্ষার মধ্যে বৈষম্য দূর করতে বলেছি। এছাড়া প্রতিবন্ধী, উপজাতি ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু সুপারিশ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত আইনের আলোকে শাস্তির বিধান শুধু শিক্ষকদের জন্য না করে অভিভাবকসহ শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িতদেরও এর আওতায় আনার সুপারিশ করা হয়েছে বলে রাশেদা জানান। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এসএম গোলাম ফারুক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন, শিক্ষা আইন প্রণয়ন কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, নেপ্ট ও চিলড্রেনের শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হাবিবুর রহমান ও আকশন এইডের ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টর ফারহাদ কবির প্রমুখ।